এলাকা সংবাদ

জেএসএস সন্ত্রাসীদের হামলা

গত ১১ ডিসেম্বর রোজ শনিবার দুপুর পৌনে বারটায় ২০-২৫ জনের জেএসএস-এর একটি সশস্ত্র দল খাগড়াছড়ির অনতিদূরে ঘাটঘর ও বলি পাড়ায় হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফ-এর একজন কর্মিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃত ইউপিডিএফ সদস্যের নাম বিজয় চাকমা (২০)। সে লাম্বা পাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

ঐদিন ছিল মাইসছড়ি বাজার বার। জেএসএস সদস্যরা বাজারে আসা সাধারণ লোকজনকেও মারধর করে। শারীরিক নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা হলেন বলি পাড়ার ক্যাশি মারমা (৩০) পিতা আচাই মারমা এবং দাতকুপ্যার অপর্ণা মহাজন পাড়ার অমর কান্তি চাকমা (২৭) পিতা শান্তি লতা চাকমা।

জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যরা এলাকার প্রত্যেক পাড়া গ্রামে চাঁদা দাবি করে চিঠি দেয়। তারা গামারীঢালা গ্রাম থেকে ১৫,০০০ টাকা, দাতকুপ্যা থেকে ১০ হাজার টাকা, ১ নং গরগজ্যাছড়ি থেকে ৮ হাজার টাকা, ২ নং গরগজ্যাছড়ি থেকে ৭ হাজার টাকা, ভূয়াছড়ি থেকে ৬ হাজার টাকা ও বিজিতলা দোকান থেকে ৬ হাজার টাকা দাবি করেছে।

উপরোক্ত চাঁদা ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ইটছড়ি দোকানে জমা দেয়ার জন্য জানিয়েছে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে জনগণকে গণহারে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছে।

সেনা ও সেটলার কর্তৃক বাগান বেদখল

খাগড়াছড়ির বেতছড়ি গ্রামের চিকন চান চাকমা (৫৫) পিতা স্বপ্ন মোহন চাকমা ১৯৭০ সালে নিজ দখলীয় জায়গা জমিতে সেগুণ গাছের বাগান করেছিলেন। গাছগুলো এখন বড় হয়েছে এবং কেটে বেঁচে দেয়ার সময় হয়েছে।

তিনি বিক্রির জন্য নিজের গাছ কাটতে গেলে ভূয়াছড়ি থেকে দুই জন সেটলার বাঙালী ইব্রাহিম ও আবুল লিডার বাঁধা দেয়। তারা ঐ বাগানের জমিতে তাদের বন্দোবস্তী আছে বলে দাবি করে। বাঙালীদের দাবির পর ভূয়াছড়ির সেনাবাহিনী চিকন চান চাকমাকে গত ১ ডিসেম্বর বাগান থেকে গাছ না কাটার জন্য সরাসরি নির্দেশ দেয়।

চিকন চান চাকমা এখন দিশেহারা। তিনি প্রতিকারের জন্য কোথায় যাবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

খাগড়াছড়ির গামাড়ীঢালায় সেনা নির্যাতন

গত ২৬ অক্টোবর ভোর ৬টার দিকে খাগড়াছড়ি থেকে ৭ কিলোমিটারস্থ দক্ষিণে বিজিতলা ক্যাম্প কমান্ডার এর নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি সেনা দল গামাড়ীঢালা গ্রাম ঘেরাও করে।

সেনারা গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়িঘরে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালায় এবং গ্রামবাসীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। শারীরিক নির্যাতন থেকে মহিলারাও বাদ যাননি। যে সব মহিলা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন তারা হলেন, মনিকা চাকমা (৩০) স্বামী অনিত লাল চাকমা ও অনিতা চাকমা (২৫) পিতা সুভাষ চন্দ্র চাকমা।

"স্যারকে দেখামাত্র সালাম দিতে হবে"

গত ১২ অক্টোবর মহালছড়ি জোন কমান্ডার বিকেল ৩টার দিকে দাতকুপ্যা যাচ্ছিলেন। এ সময় ঘাটঘরে ৪ জন যুবক ক্যারম খেলছিল। আনমনা হয়ে খেলায় মশগুল থাকায় তারা ঐ কমান্ডারকে খেয়াল করেনি এবং তাকে সালাম দেয়নি। এজন্য ঐ কমান্ডার ক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে ক্যাম্পে যাবার নির্দেশ দেয়।

কমান্ডারের নির্দেশ মোতাবেক ঐ চার যুবক পরদিন অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর মহালছড়ি জোনে যায়। কিন্তু তাদেরকে জানানো হয় যে ক্যাম্প কমান্ডার নেই। সহকারী জোন কমান্ডার তাদের সাথে দেখা করে ও বলে "তোমরা কেন আমাদের স্যারকে সালাম দাওনি?" চার যুবক উক্ত সেনা কর্মকর্তার সাথে তর্ক করে অনর্থক ঝামেলায় না জড়াতে উত্তরে বলেন যে তাদের ভুল হয়েছে। এরপর সেনা কর্মকর্তাটি ভবিষ্যতে যাতে "এ ধরনের ভুল" না হয় তার জন্য সতর্ক করে দেন এবং "স্যারকে" দেখা মাত্র সালাম দেয়ার নির্দেশ দেন। এই চার যুবকের নাম হলো জুয়েল চাকমা (২০) পিতা চন্দ্র কান্ত চাকমা, প্রণয় চাকমা (২০) পিতা শোভা রঞ্জন চাকমা, তুক্ক চাকমা (১৮) পিতা বনবাসী চাকমা ও তুষার চাকমা (১৮) পিতা মেরল চাকমা।

সেনাবাহিনী কর্তৃক রাস্তা বন্ধ

খাগড়াছড়ির চম্পাঘাট ও ফুটবিল গ্রামের মধ্যে যোগাযোগের জন্য দীর্ঘদিন ধরে একটা রাস্তা ছিল। এ রাস্তা দিয়ে দুই গ্রামের ৩০/৪০ পরিবার নিয়মিত চলাচল করতো। কিন্তু চম্পাঘাট পুলিশ ক্যাম্পে সেনাবাহিনী আসার পর ঐ রাস্তাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে ঐ দুই গ্রামের লোকজনকে এখন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

রাস্তাটি জনস্বার্থে খুলে দেয়ার জন্য এলাকার জনগণ চম্পাঘাট ক্যাম্পে গিয়ে অনুরোধ করে। কিন্তু সেনারা রাস্তাটি খুলে দিতে রাজী হয়নি। অনেক কাকুতি মিনতি করেও রাস্তাটি খুলে না দেয়ায় অবশেষে গত ৫ নভেম্বর গ্রামবাসীরা রাস্তা বন্ধ করে দেয়া বাঁশের বেড়াটি ভেঙে দিতে যায়। এতে গ্রামের মেয়েরা সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রাখেন। সেনারা মেয়েদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

এলাকার লোকজনের মধ্যে এ নিয়ে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। চম্পাঘাটে আর্মি ক্যাম্প রাখার কোন প্রয়োজন নেই বলে জনগণ মনে করেন। ক্যাম্প থাকার কারণে তাদের নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তাছাড়া দুই গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের রাস্তাটি বন্ধ করে দেয়ায় তাদের এখন চলাফেরা করতে অসুবিধা হচ্ছে। জনগণ অবিলম্বে ঐ রাস্তাটি খুলে দেয়ার জন্য খাগড়াছড়ি সেনা ও বেসামরিক প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সেনারা ইউপিডিএফ -এর পোষ্টার ছিঁড়ে দিয়েছে

সেনাবাহিনীর সদস্যরা খাগড়াছড়ির গরগজ্যাছড়ি ও শিবমন্দির এলাকায় ইউপিডিএফ-এর লাগানো পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ইউপিডিএফ প্রতিষ্ঠার অর্ধযুগ পূর্তির অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে এই পোষ্টার ছাপা হয়েছিল।

গত ২০ ডিসেম্বর বিজিতলা ক্যাম্প থেকে ১০/১৫ জনের একটি সেনা দঙ্গল গরগজ্যাছড়িতে লাগানো পোষ্টারগুলো দিনে দুপুরে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

তারা বেতছড়ি ও খাগড়াছড়ি শহরের নিকটে জিরো মাইলেও ইউপিডিএফ-এর পোষ্টার ছিঁড়ে দেয়।

এছাড়া সেনাবাহিনী খাগড়াছড়ির কয়েক মাইল উত্তরে পানছড়ি সড়কের শিবমন্দির এলাকায়ও

ইউপিডিএফ-এর অর্ধযুগ পূর্তির পোষ্টার

ইউপিডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

কি কারণে সেনা সদস্যরা এ ধরনের গর্হিত ও চরম অগণতান্ত্রিক কাজ করেছে তা জানা যায়নি। তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা পোষ্টারে সরকারের দালাল, প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয় বেঈমানদের বিরুদ্ধে শ্লোগান থাকায় সেনাবাহিনীর মনক্ষুন্ন হয়ে থাকতে পারে। কারণ এসব গণশত্রুরাই হচ্ছে তাদের একান্ত প্রিয়জন।

জেএসএস সশস্ত্র গ্রুপ কর্তৃক গরু চুরি

১৪ই নভেম্বর পূর্ণাঙ্গ চাকমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির একটি সশস্ত্র গ্রুপ লক্ষীছড়ির বৈদ্যপাড়া থেকে ৩৩টি গরু চুরি করে নিয়ে যায়। তার একদিন আগে পূর্ণাঙ্গ তার গ্রুপের লোকদের জন্য খাবার রান্না করে দেয়ার জন্য বৈদ্যপাড়াবাসীদের হুকুম দেয়। চাকমা ভাষায় তার হুকুমনামা হলো এই রকম: আমি যেধক জন আগি প্রত্যেক জনরে এক্কান কুরো ঠ্যাং আ ইক্কো কুরো শিরা দিয়্যা পোরিবো। অর্থাৎ আমরা যত জন আছি তাদের প্রত্যেকের জন্য একটা মুরগীর ঠ্যাং ও একটা মুরগীর মাথা দিয়ে আপ্যায়ন করতে হবে। (চাকমাদের মধ্যে অতিথিকে এগুলো দিয়ে আপ্যায়ন করা মানে তাকে সম্মান দেখানো)। কিন্তু গ্রামবাসীরা খাবার রান্না করে দেয়ার পরিবর্তে অপহরণ ও নির্যাতনের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় নিজ আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে পালিয়ে যায়।

গ্রামবাসীদের ভয় ছিল যদি ভাত খাওয়ানোর পর একই গ্রামের অর্থাৎ বৈদ্যপাড়ার নির্মল শান্তি চাকমার মত তাদেরকেও অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ আদায় করে, কিংবা লেপ্যা কার্বারীর মত টাকা দিতে ব্যর্থ হলে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে ফেলে! এ ভয়ে গ্রামের সবাই পালাতে বাধ্য হয়।

পূর্ণাঙ্গরা নির্দিষ্ট দিনে এসে দেখে যে গ্রাম মানুষ-জন শুন্য। কাউকে না পেয়ে তারা গ্রামের সকল গরু বাছুর চুরি করে মানিকছড়ির গহীন অরণ্যে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে ৫টি গরু পালিয়ে আসে। বাকি ২৮টি গরু আর্মিরা নিয়ে আসে এবং মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়।

জেএসএস-এর সশস্ত্র গ্রুপটি ইউপিডিএফ সদস্যের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে

১৯ নভেম্বর সকাল আটটায় জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্য পূর্ণাঙ্গ চাকমার গ্রুপটি বটখলি পাড়ায় ইউপিডিএফ এর সক্রিয় সদস্য অমর চাকমার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এতে বাড়ির কয়েক হাজার টাকার মালামাল নষ্ট হয়ে যায়।

এর আগে ২০০১ সালে জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যরা অমর চাকমার বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছিল। এবার তার বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হলো।

লক্ষ্মীছড়িতে সেনা অপারেশন: জনগণের মধ্যে আতঙ্ক

লক্ষীছড়ি জোনের সিও লে. কর্ণেল মোমিনের নেতৃত্বে এক দল সেনা সদস্য ২৪ নভেম্বর বটখলি পাড়ায় হানা দেয়। তারা গভীর রাতে চারদিক থেকে গ্রামটি ঘেরাও করে। কয়েকজন গ্রামবাসী সেনা সদস্যদেরকে জেএসএস সন্ত্রাসী মনে করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

চিংকিউ মেম্বার পালাবার চেষ্টা করলে সেনা সদস্যদের হাতে ধরা পড়ে। প্রচণ্ড শীতে সেনারা তাকে কাপড় চোপড় খুলে খোলা জায়গায় বসিয়ে রাখে।

খে চিং ক্র মারমা (স্বামী মংগ্রা মারমা) নামে জনৈক মহিলা তার ৬ বছরের ছেলেকে নিয়ে বাড়ির পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেয়। সেখানে ঠাণ্ডায় তার ছেলের প্রাণ যায় যায় অবস্থা হয়। পরে সাহস করে সে পুকুর থেকে উঠে এসে বাড়িতে আগুন জ্বেলে কোন রকমে ছেলের প্রাণ রক্ষা করে।

জেএসএস কর্তৃক UPDF কর্মি অপহৃত

গত ২৫শে নভেম্বর বেলা ২ ঘটিকার সময় রামগড়ের বৈদ্যপাড়া থেকে অনিল চাকমার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র জেএসএস সদস্য রতন ত্রিপুরা (৩৫) নামে এক ইউপিডিএফ কর্মিকে অপহরণ করে। এরপর থেকে তার আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

অপহরণের দিন রতন ত্রিপুরা সাংগঠনিক কাজে বৈদ্য পাড়ায় অবস্থান করছিলেন। তার বাড়ি রামগড়ের বল্টুরামে।

রামগড়ে জেএসএস কর্তৃক গণ অপহরণ ও অত্যাচার

মাটিরাঙ্গা-রামগড় প্রতিনিধিঃ গত ২রা নভেম্বর মঙ্গলবার ভোর রাতে প্রজ্ঞান খীসার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির একটি সশস্ত্র গ্রুপ রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের ছোট কালাপানি, পিলা ভাঙ্গা ও ছোট পিলাক গ্রামে হানা দেয়।

জেএসএস সদস্যরা গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে লুটপাট চালায় ও ইউপিডিএফ কর্মি চৌধুরী চাকমার বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র বের করে আগুনে পুড়ে দেয়। সন্ত্রাসীরা ছোট কালাপানি গ্রামের মুরতী মোহন চাকমা ও পশ্চিম পিলাভাঙ্গা গ্রামের আড়িনো কার্বারীসহ তিন গ্রামের ২৪ জনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

অপহৃতদের মধ্যে দুই জন - দেবব্রত চাকমা ও ধাপ্যা চাকমা - ছোট পিলাক গ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন। অপহরণের কয়েকদিন পর মুক্তিপণের বিনিময়ে পর্যায়ক্রমে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

সন্ত্রাসীরা ছোট পিলাক গ্রামের মুকুল বিকাশ চাকমার দুই ছেলেকে অপহরণ করা ছাড়াও, তার বাড়ি থেকে ১টি ১৭ ইঞ্চি সাদা কালো টিভি (ব্যাটারীসহ), সিডি সেট ও কয়েকটি ফিল্ম এবং একটি সোনার চেইন লুট করে নিয়ে যায়। জেএসএস সদস্যরা যত্ন মনি ও পদ্ম মনি বাপের বাড়ি থেকেও পেন্ট শার্ট ও শীতকালীন কাপড় চোপড় জোর করে নিয়ে যায়।

অপর এক ঘটনায় গত ২৭শে নভেম্বর রাত সাড়ে ৭টায় অনিল চাকমার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র জেএসএস সদস্য রামগড়ের পাতাছড়া ইউনিয়নের খলিপাড়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। সে সময় বিনা কারণে বেশ কয়েকজনকে মারধর করা হয়। এরা হলেন উজাই মারমা (২৬) পিতা খোয়াই অংরী মারমা, রেদ মারমা (২৮) পিতা চেইহ্লা মারমা, অথোই মারমা (২২) পিতা অজ্ঞাত, খোয়াই চা অং মারমা, পিতা সুইমং মারমা, মং মারমা পিতা মংতাসু মারমা ও মমং মারমা পিতা ক্রইতি মারমা।

খলিপাড়ায় ঐ ছয় জনকে মারধর করার পর জেএসএস সদস্যরা ছোট পিলাক গ্রামে ঢুকে পড়ে। সেখানেও তারা দুই ব্যক্তির ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায়। এরা হলেন, রাঙ্গামুয়া চাকমা (৫৫) পিতা নাগা চাকমা ও তপন ত্রিপুরা (৩৫) পিতা পুত্রসিং ত্রিপুরা।

রাঙ্গামুয়া চাকমার বাড়ি আনসার পোস্ট থেকে ২০০ গজের মধ্যে। ঘটনার সময় আনসার সদস্যদের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মতো।

মহালছড়িতে এক ব্যক্তি অপহৃত

নভেম্বর মাসে মহালছড়ির স'মিল পাড়ার এসএসসি পরীক্ষার্থী ধনমনি চাকমাকে জেএসএস অপহরণ করার পর ১ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে।

ধনমনি চাকমার পিতা ধীমান চাকমা গত বছর মহালছড়িতে ২৬ আগষ্ট-এর ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

"এই খবর স্বাধিকারে উঠলে সবাইক গুলি করে মারবো" - -

লক্ষ্মীছড়ির সেনা কমান্ডার

গত ১৩ ডিসেম্বর সোমবার রাত আনুমানিক সাড়ে ন'টায় লক্ষ্মছড়ি সেনা জোন কমান্ডার লে. কর্ণেল মোঃ নুরুল মোমিনের নির্দেশে টু-আই-সি আহমেদ, এডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন এমদাদ ও ক্যাপ্টেন রেজার নেতৃত্বে ৪০-৪৫ জনের একটি সেনা দল লক্ষীছড়ি বাজার চৌধুরী রসিক কুমার চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। সেনারা কোন অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট ছাড়াই ইউপিডিএফ লক্ষীছড়ি ইউনিটের সদস্য নিক্সন চাকমা (২২), অরুণ বিকাশ চাকমা (২৫), নিলন্ত চাকমা (২২) ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ লক্ষীছড়ি থানা শাখার দপ্তর সম্পাদক সুজন চাকমা ও বেলতলী পাড়ার বাসিন্দা স্বপ্ন বাবু চাকমাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তাদেরকে কেন ধরে নেয়া হচ্ছে জিজ্ঞেস করলে সেনা সদস্যরা কালী কুমার চাকমাকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। তিনি গুরুতর আহত হন।

ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ঐ পাঁচ জনকে মারধর করা হয়। রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে সেনারা তাদেরকে ছেড়ে দেয়। তবে তার আগে তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় নি - এই মর্মে সেনা কমান্ডাররা তাদের কাছ থেকে জোর করে মুচলেকা আদায় করে নেয় ও পরদিন অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর জোনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়।

পরদিন যথারীতি ক্যাম্পে গেলে আবার তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। তাদেরকে সারাদিন উপোস রাখার পর সন্ধ্যে ৬টায় ছেড়ে দেয়া হয়। ছেড়ে দেয়ার সময় ক্যাপ্টেন এমদাদ এই বলে তাদেরকে হুমকি দেয় যে, এই খবর (তাদের ওপর নির্যাতন) যদি স্বাধিকারে বা অন্য কোন খবরের কাগজে ওঠে তাহলে সবাইকে গুলি করে মারবো।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে উক্ত সেনা কমান্ডার সত্যিই স্বাধিকারকে ভয় পায়। সে চায় না যে তার কুকাজগুলো, নিরীহ লোকজনের ওপর নির্যাতনের খবরগুলো স্বাধিকার বা অন্য কোন পত্রিকায় ছাপা হোক। তাকে স্বাধিকার সম্পাদনা বিভাগের পরামর্শ স্বাধিকারকে নয়, নিজের অন্যায় কাজকেই তার ভয় পাওয়া উচিত। তাহলে স্বাধিকারকে আর এ ধরনের নির্যাতনের খবর ছাপতে হবে না।

উক্ত সেনা কমান্ডারকে আরো বলা উচিত যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় স্বাধিকারের নিজস্ব সংবাদদাতা রয়েছেন। তাছাড়া রয়েছেন ইউপিডিএফ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর অসংখ্য নেতা কর্মি। তারাও স্বাধিকারে নিয়মিত খবর পাঠিয়ে থাকেন। স্বাধিকার জনগণের অধিকারের পক্ষে। সুতরাং জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে সে খবর অবশ্যই স্বাধিকারে প্রকাশ করা হবে। এ ব্যাপারে স্বাধিকার অতীতে কম্প্রোমাইজ করেনি ভবিষ্যতেও করবে না।